^ ইতিহাস

প্রথম বাংলা টকী 1931, *ডেনা পাওনার* একটি দৃশ্য

বাংলার সিনেমার ইতিহাস 1920 এর দশকের, যখন প্রথম " বায়োস্কোপ " কলকাতার প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়েছিল। এক দশকের মধ্যেই, শিল্পের প্রথম বীজ বপন করেছিলেন হিরালাল সেন , ভিক্টোরিয়ান যুগের সিনেমার একজন বিশ্বাসী হিসাবে বিবেচিত [২ 26] যখন তিনি রয়্যাল বায়োস্কোপ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন , তখন বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের মঞ্চ প্রযোজনার দৃশ্য উপস্থাপন করেছিলেন [২ 26] এ স্টার থিয়েটার , মিনার্ভা থিয়েটার , ক্লাসিক থিয়েটারের । সেনের কাজগুলির পরে দীর্ঘ ব্যবধান অনুসরণ করে, [২ 27] ধীরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলি(ডিজি হিসাবে পরিচিত) ১৯181 সালে ইন্দো ব্রিটিশ ফিল্ম কো প্রতিষ্ঠা করেন , প্রথম বাঙালি মালিকানাধীন প্রযোজনা সংস্থা, ১৯৩১ সালে মদন থিয়েটারের ব্যানারে প্রথম বাংলা ফিচার ফিল্ম *বিলওয়ামঙ্গল* নির্মিত হয়েছিল। *বিলাত* ফেরাট ১৯২১ সালে আইবিএফসি-র প্রথম প্রযোজনা করেছিলেন। *জামাই* শশথির মদন থিয়েটার প্রযোজনা ছিল প্রথম বাঙালি টকি । [২৮] সত্যজিৎ রায় , মৃণাল সেন এবং itত্বিক ঘটক এবং অন্যরা আন্তর্জাতিক প্রশংসা অর্জন করে এবং সিনেমার ইতিহাসে তাদের জায়গাটি সুরক্ষিত করে এমন স্টাওয়ারদের সাথে একটি দীর্ঘ ইতিহাস তখনও অনুসরণ করা হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

প্রাথমিক উন্নয়ন

নিরব যুগ: 1919-1930

মূল নিবন্ধ: নিরব বাংলা চলচ্চিত্রের তালিকা

হিরালাল সেন , ভারতকে বাংলার অন্যতম এবং ভারতের প্রথম পরিচালক হিসাবে কৃতিত্ব দেওয়া হয়। এগুলি ছিল সব নীরব ছায়াছবি । হিরালাল সেনকে ভারতের বিজ্ঞাপনচিত্রের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবেও কৃতিত্ব দেওয়া হয়। প্রথম বাংলা ভাষার সিনেমাটি ছিল নীরব বৈশিষ্ট্য *বিলওয়ামঙ্গল* , কলকাতার মদন থিয়েটার সংস্থা প্রযোজিত এবং ১৯৮৯ সালের ৮ ই নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল, প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য চলচ্চিত্র *রাজা হরিশ চন্দ্র* প্রকাশের ছয় বছর পরে । [29]

"টকিং ফিল্ম" ইন্ডাস্ট্রির প্রথম শুরুটি ১৯৩০ এর দশকের গোড়ার দিকে ফিরে আসে, যখন এটি ব্রিটিশ ভারত এবং কলকাতায় আসে। সিনেমাগুলি একটি নির্দিষ্ট অভিজাতের বাজারের জন্য মূলত উর্দু বা ফার্সিতে তৈরি হয়েছিল । প্রাচীনতম স্টুডিওগুলির মধ্যে একটি ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানি । টকী হিসাবে নির্মিত প্রথম বাংলা চলচ্চিত্রটি ছিল *জামাই শশী* , ১৯৩১ সালে মুক্তি পেয়েছিল this এ সময় প্রমথেশ বড়ুয়া ও দেবকী বোসের মতো বাঙালি চলচ্চিত্র জগতের প্রথম দিকের নায়করা তাদের জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলেন। বড়ুয়া সিনেমাগুলি পরিচালনাও করেছিলেন, ভারতীয় সিনেমায় নতুন মাত্রা আবিষ্কার করেছিলেন। দেবকী বোস পরিচালনা করেছিলেন *চন্ডীদাস*1932 সালে; এই চলচ্চিত্রটি রেকর্ডিং সাউন্ডের সাফল্যের জন্য খ্যাতিযুক্ত। সাউন্ড রেকর্ডনিস্ট মুকুল বোস সংলাপ এবং ফ্রিকোয়েন্সি মড্যুলেশনের ব্যবধানের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

টকির উত্থান: 1931-1947

সীতা (দির: সিসির ভাদুড়ি) এর একটি দৃশ্য , ১৯৩৩. সিসির ভাদুড়ি , অমলেন্দু লাহিড়ী ।

অবদান বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্র বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বাংলা টকিজ *জামাই শশীটি* (স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হিসাবে) ১৯৩৩ সালের ১১ এপ্রিল কলকাতার ক্রাউন সিনেমা হলে মুক্তি পেল এবং প্রথম বাংলা টকিজ পূর্ণ দৈর্ঘ্যের বৈশিষ্ট্যযুক্ত চলচ্চিত্র *ডেনা পাওনা* হিসাবে ১৯৩১ সালের ৩০ ডিসেম্বর কলকাতার চিত্রা সিনেমা হলে প্রকাশিত হয়েছিল। এই শিল্পটি পশ্চিম কলকাতার দক্ষিণ কলকাতার একটি অঞ্চল টলিঞ্জে ভিত্তিক ছিল যা ভারতের সাধারণ বাদ্যযন্ত্র সিনেমার ভাড়ার চেয়ে বেশি অভিজাত এবং শিল্পী দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত ।

Scanned with CamScanner

স্বর্ণযুগ: 1952-1975

আরও দেখুন: সমান্তরাল সিনেমা

সত্যজিৎ রায়

এই সময়ের মধ্যে, বাংলা সিনেমা ভারতীয় সিনেমায় একটি বৃহত্তর এমনকি এমনকি অপ্রতিরোধ্য, উপস্থাপনা উপভোগ করেছিল। তারা সত্যজিৎ রায়, যিনি একাডেমি অনারারি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী ছিলেন এবং ভারত ও ফ্রান্সের সর্বকালের সেরা নাগরিক সম্মান, ভারতরত্ন এবং সম্মানচিহ্নের সম্মানচিহ্ন প্রাপ্ত , এবং কমান্ডার ফরাসী স্বীকৃতি প্রাপ্ত মৃণাল সেনের মতো পরিচালক তৈরি করেছিলেন। আর্টস অ্যান্ড লেটারস অর্ডার এবং রাশিয়ান বন্ধুত্ব অর্ডার ।

তত্কালীন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে সত্যজিৎ রায় এবং itত্বিক ঘটক অন্তর্ভুক্ত ছিল । বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প যেমন ক্লাসিক উত্পাদিত হয়েছে *নাগরিক* (1952), *অপু ত্রয়ী* (1955-1959), *Jalsaghar* (1958), *Ajantrik* (1958), *নীল Akasher Neechey* (1959), *দেবদাস* , *দেবী* (1960), *মেঘে ঢাকা তারা* (১৯60০), কলকাতা ট্রিলজি (১৯–১-১7676)) ইত্যাদি। বিশেষত, *অপু ট্রিলজি* সর্বকালের সেরা চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে প্রায়শই তালিকাভুক্ত হয় । [৩০] [৩১] [৩২][33]

Scanned with CamScanner